সংবাদ

তারিখ 27 APR 2003
পৃষ্ঠা ১৭ ৮

বিভাগীয় অফিসের চরম দায়িত্বহীনতা

ঢা.বি'র ২টি বিভাগের ৪০ ছাত্রছাত্রীর ১টি বছর হারিয়ে গেল

ইশতিয়াক হুসাইন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও আইন বিভাগের দায়িত্বহীনতার নির্মম শিকার হয়েছে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী। এম ফিলে (মাস্টার্স অফ ফিলোসফি) ভর্তির জন্য এসব ছাত্রছাত্রী সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে স্ব-স্ব বিভাগে তাদের কাগজপত্র জমা দেয়; কিন্তু বিভাগীয় অফিস শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র সময়মতো রেজিস্ট্রি অফিসে পাঠাতে না পারায় চলতি ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে তারা ভর্তি হতে পারেনি। এর ফলে ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর জীবন থেকে একটি বছর ঝরে গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির কাগজপত্র জমা দেয়। রেজিস্ট্রার অফিস এম ফিলে ভর্তির কাগজপত্র জমা দেয়ার জন্য একাধিকার সময় বৃদ্ধি করে। গত বছরের ১৫ই জুলাই এম ফিলে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এরপর শামসুননাহার হলের ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সময় বাড়ানো হয়। সর্বশেষ ওই বছরের ৩০শে অক্টোবর বিভাগগুলোকে কাগজপত্র রেজিস্ট্রি অফিসে জমা দেয়ার সময়সীমা বেধে দেয়া হয়; কিন্তু এরপরও সমাজবিজ্ঞান ও আইন বিভাগ ওই সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির কাগজপত্র পাঠাতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে এম ফিলে ভর্তিচ্ছু এক ছাত্র নাম প্রকাশ না করে বলেন, এম ফিলের মতো এ রকম পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তা ভাবতেই অবাক লাগে। তিনি বলেন, এদের দায়িত্বহীনতার কারণে আমার জীবন থেকে যে এক বছর হারিয়েছি তা কে ফিরিয়ে দেবে?

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইশরাত শামীমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই। কারণ এম ফিলে ভর্তির জন্য আলাদা কমিটি রয়েছে। তাদের আগেই এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এম ফিল ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক সিন্ডিকেট দায়িত্বহীনতা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

দায়িত্বহীনতা ঃ ঢা.বি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সদস্য অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী বলেন, আমার কাজ এম ফিলে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়া ও ফলাফল দেয়া। এরপর অফিসিয়ালি সবকিছু ঠিকঠাক করে পাঠানো চেয়ারম্যানের কাজ। তার সই ছাড়া বিভাগীয় অফিসের কোন কাগজপত্র রেজিস্ট্রার অফিসে যেতে পারে না। তবে আমি চেষ্টা করছি এসব ছাত্রছাত্রী যেন আগামী বছর ভর্তির সুযোগ পায়।

এবারই প্রথম ১৫ জন ছাত্রছাত্রী এম ফিলে ভর্তির জন্য আইন বিভাগে কাগজপত্র জমা দেয়; কিন্তু এখানেও বিভাগের দায়িত্বহীনতার কারণে এসব ছাত্রছাত্রী চলতি শিক্ষাবর্ষে এম ফিলে ভর্তি হতে পারেনি। এ ব্যাপারে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. নাহিমা হক বলেন, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। তবে খবরটি সম্ভবত বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আইন অনুষদের ডিন ড. তাসলিমা মনসুর এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে বিভাগ সময়মতো কাগজ পাঠাতে না পারায় আমাদের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা এম ফিলে ভর্তি হতে পারল না।

রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর মে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে এম ফিলে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে।